আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।

ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৭ তারিখ ঃ ২৫ সেপ্টেম্বর,২০০৭

চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ, প্রধান নির্বাহী,
বাংলাদেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ।

প্রিয় মহোদয়,

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত নীতিমালা

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব ব্যবস্থায় আর্থিক খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য । আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহের সুশাসন (Good Governance) আনয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত ও পেশাগতভাবে দক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গঠন করা আবশ্যক । একইসাথে সামগ্রিক কর্মকান্ডে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এদের সকলের দায়-দায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও কর্তব্যের সীমা-নির্দেশন ও নির্দিষ্টকরণ করার বিষয়টি অতীব জরুরী ।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ/লীজ ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ব্যবস্থা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবস্থাপনা, আয়-ব্যয় হিসাব ব্যবস্থাপনাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক আর্থিক, পরিচালনাগত ও প্রশাসনিক নীতি-নির্ধারণী ও নির্বাহী কার্যক্রমে অধিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণের মধ্যে দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমা-নির্দেশ ও সুনির্দিষ্টকরণ নিম্নরূপে বিন্যাস করা হল ঃ

০১. পরিচালনা পর্ষদের দায়-দায়িত্ব ও কর্মপরিধি ঃ

পরিচালনা পর্ষদ মূলতঃ প্রাতিষ্ঠানিক ***নীতি নির্ধারণী বিষয়াদি*** অনুমোদন ও মূল্যায়ণ কাজে নিয়োজিত থাকবে । যেমন ঃ

(ক) কার্যপরিকল্পনা ও কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ঃ

(১) পরিচালনা পর্ষদ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির Vision/Mission স্থির করবে । ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি, দক্ষতা ও গুণগত উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও কার্যপরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রণয়ন করবে । নির্দিষ্ট সময়ান্তে (ত্রৈমাসিক) এ সকল কৌশল ও কার্যপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে কৌশল ও কার্যপরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করবে । তবে এ সংক্রান্ত যে কোন সাংগঠনিক পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করতে হবে ।

(২) বার্ষিক কার্যপরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য/ব্যর্থতার বিষয়ে পর্ষদ বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা করবে এবং এ সম্পর্কিত তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানটির Annual Report এ অন্তর্ভূক্ত করবে । এর ভিত্তিতে ভবিষ্যতের জন্য অনুসৃতব্য কর্মপন্থা ও কৌশল সম্পর্কে বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারহোল্ডারদেরকে অবহিত করবে ।

(৩) পর্ষদ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, অন্যান্য উর্ধতন কর্মকর্তাদের জন্য Key Performance Indicators নির্ধারণ করবে এবং ষান্মাসিক ভিত্তিতে তা মূল্যায়ণ করবে ।

(খ) সহায়ক কমিটি গঠন ঃ

শুধুমাত্র জরুরী বিভিন্ন নিয়মিত বিষয়ে (যেমন ঃ ঋণ/লীজ প্রস্তাব অনুমোদন, আদায়, অবলোপন, পুনঃতফশীলীকরণ ইত্যাদি) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনের স্বার্থে পর্ষদের পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে নির্বাহী কমিটি (যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন) গঠন করা যেতে পারে । তবে এরূপভাবে গঠিত কোন কমিটিতে বিকল্প পরিচালকগণকে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না ।

চলমান পাতা-২

(গ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বাজেট এবং বিধিবদ্ধ আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্তভাবে প্রণীত হবে ।

(২) বিভিন্ন বিধিবদ্ধ আর্থিক বিবরণী- প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়, ঋণ/লীজ বিবরণী, তারল্য সংস্থান, মূলধন পর্যাপ্ততা, প্রভিশন সংরক্ষণ, আইনগত কার্যক্রমসহ খেলাপী ঋণ/লীজ আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্ষদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা/পরিবীক্ষণ করবে ।

(৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রমের নীতিমালা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত হবে এবং তদনুসারে ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা পর্ষদ অনুমোদন করবে । বাজেট সংকুলান সাপেক্ষে বিভিন্ন সীমার মধ্যে ব্যয়ের নির্বাহী ক্ষমতা সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায় প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত থাকেব । তবে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে জমি, ভবন বা স্থাপনা ক্রয়/নির্মাণ ও যানবাহন ক্রয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পর্ষদের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হবে ।

(৪) প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংক হিসাব পরিচালনার বিষয়টি পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে । আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য পরিচালকগণ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-উভয়ের সমন্বয়ে গ্রুপ গঠন করে যৌথ স্বাক্ষরের দ্বারা যে কোন হিসাব পরিচালনা করবে ।

(ঘ) ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ঃ

(১) বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের আওতায় ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ণ, ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী ও বিতরণ, নিয়মিত আদায় ও মনিটরিং-সম্পর্কে নীতিমালা পরিচালনা পষর্দের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে এবং নিয়মিত ভিত্তিতে তা পর্যালোচনা করতে হবে । পর্ষদ ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ অনুমোদনের ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে বন্টন করবে এবং অনুরূপ বন্টনের ক্ষেত্রে ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ মঞ্জুরীর ক্ষমতা যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের উপর অর্পন বাঞ্ছনীয় হবে ।

(২) কোন পরিচালক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবেন না । বিশেষতঃ পর্ষদের কোন পরিচালকের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ অনুমোদনের ক্ষেত্রে পর্ষদের সভায় ঐ পরিচালক/গণের মতামত প্রদান হতে বিরত থাকতে হবে ।

(৩) যে কোন সিন্ডিকেটেড ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ এবং বৃহদাংক ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ প্রস্তাব অবশ্যই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে ।

(ঙ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ

অত্র বিভাগ হতে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত "Core Risk Management Guideline" -এর আলোকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত Risk Management Guideline সমূহ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে ।

(চ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ব্যবস্থাপনা ঃ

ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় গুণগত মান সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের জন্য একটি নিয়মিত 'অডিট কমিটি' (বা যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন) গঠন করতে হবে যা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে । অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বহিঃনিরীক্ষক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ পরিপালনের বিষয়ে পর্ষদের অডিট কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদন পর্ষদ সভায় পর্যালোচনা করবে ।

(ছ) মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা ও চাকুরীবিধি (নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, বদলী, শৃংখলা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি) পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদন করবে । অনুমোদিত চাকুরীবিধির আওতায় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ যাবতীয় ***প্রশাসনিক কার্যক্রমে*** চেয়ারম্যান বা পরিচালকগণ কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট হতে অথবা হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না । শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, ডিএমডি এবং জিএম বা সমতুল্য পদের কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদন্নোতি পর্ষদের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং এ ধরনের নিয়োগ ও পদন্নোতির ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও চাকুরীবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে । এছাড়া অন্যান্য পর্যায়ের নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য গঠিত নির্বাচনী কমিটিগুলোতে পরিচালনা পর্ষদের কোন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন না।

(জ) প্রধান নির্বাহী নিয়োগ ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে পর্ষদ একজন উপযুক্ত প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করবে এবং তাঁর বেতন-ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করবে ।

চলমান পাতা-৩

(ঝ) চেয়ারম্যানকে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সুবিধা অনুমোদন ঃ

চেয়ারম্যানের অনুকূলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক স্বার্থে অফিসকক্ষ, একজন ব্যক্তিগত সহকারী/সচিব, অফিসে একটি টেলিফোন ও একটি গাড়ী প্রদান করা যেতে পারে । তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই পর্ষদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে ।

০২. চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি ঃ

(ক) পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ব্যক্তিতভাবে কোন নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার রাখেন না বিধায় তিনি উক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক বা পরিচালনাগত দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ করতে অথবা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না ।

(খ) চেয়ারম্যান পর্ষদের সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করবেন ।

(গ) প্রধান নির্বাহীর নিয়োগ ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান সংক্রান্ত যে কোন প্রস্তাবনা প্রেরণের পত্রে চেয়ারম্যান স্বাক্ষর করবেন ।

০৩. প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব ও কর্মপরিধি ঃ

কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য যে কোন নামেই অভিহিত হোক না কেন, নিম্নোক্ত কর্মপরিধির আওতায় দায়িত্ব পালন করবেন ঃ

(ক) পর্ষদ কর্তৃক অর্পিত আর্থিক, ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা মোতাবেক প্রধান নির্বাহী স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন । প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যপরিকল্পনা, গৃহীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তিনি পর্ষদের নিকট জবাবদিহি করবেন ।

(খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যসম্পাদনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা/সার্কুলার যথাযথ পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন ।

(গ) ডিএমডি এবং জিএম বা সমতুল্য পদের কর্মকর্তা ব্যতিত অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি প্রধান নির্বাহীর উপর ন্যস্ত থাকবে । তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা ও চাকুরীবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে । পর্ষদের অনুমোদনক্রমে বিধিমালার আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ মনোনয়নের বিষয়টিও প্রধান নির্বাহীর উপর ন্যস্ত থাকবে ।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মকান্ড পুনর্বিন্যাস করতে পারবেন ।

(ঙ) ডিএমডি এবং জিএম সমতুল্য পদের কর্মকর্তা ব্যতিত অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষমতা প্রধান নির্বাহীর উপর ন্যস্ত থাকবে ।

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত বিভিন্ন বিবরণী/পত্রে তিনি স্বাক্ষর করবেন ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৮ এর আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই সার্কুলার জারী করা হল, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে ।

এই সার্কুলার পর্ষদ সভার প্রত্যেক পরিচালককে সরবরাহ করতে হবে ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ গোলাম মোস্তফা)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৭১২০৯৫৬